the dailyobserver
We stand for people's rights

Date: 11-08-20 (Page: 09)

Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)

Gazipur-1701

Under "Accreditation of BRRI Central Laboratory" Program

Memo no: 12.22.0000.021.07.004.20.115 Date: 10.08.2020

e-GP: Tender Notice

e-Tenders are invited in the e-GP system Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the procurement of the following goods. Details are given below:

Serial No	Reference no.	Tender ID No.	Description of Procurement	Tender Documents Last selling (Date & Time)	Tender Closing & Opening date & Time
1.	IRN-12.22.0000.021.07.004.20.1.6.1	482832	Procurement of Laboratory Equipment (ACL, Package-01)	06-Sep-2020 17:00	07-Sep-2020 15:30
2.	IRN-12.22.0000.021.07.004.20.1.6.2	482845	Procurement of Laboratory Equipment (ACL, Package-02)	31-Aug-2020 17:00	01-Sep-2020 15:45
3.	IRN-12.22.0000.021.07.004.20.1.6.3	482852	Procurement of Laboratory Equipment (ACL, Package-03)	31-Aug-2020 17:00	01-Sep-2020 15:15

The interested persons/firms may visit the website www.eprocure.gov.bd to get the details of the tender. These are online tenders, where only e-Tender will be accepted in the national e-GP portal and no offline/hard copy will be accepted. To submit e-Tender, registration in the National e-GP system portal is required.

Further information and guidelines are available in the National e-GP system portal and e-GP Help Desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

10.08.2020

(Kawsar Ahmad)
Assistant Director (Procurement)
on behalf of Director General

CG-4001 (6x4)

Sangbad Online
প্রকাশনার ৬০ বছর
সংবাদ

তারিখঃ ১১-০৮-২০ (পৃঃ ০৮)

গোপালগঞ্জ : ভালো ফলন হওয়া নতুন জাতের আউশ ধানের ক্ষেত -সংবাদ

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে আউশের নতুন ৪ জাত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, গোপালগঞ্জ

আউশ মৌসুমে রেকর্ড পরিমাণ ফলন দিয়েছে উচ্চ ফলনশীল স্বল্প জীবনী সম্পন্ন খরা সহিষ্ণু আউশ ধানের নতুন ৪ জাত। জাতগুলো হেক্টর প্রতি বোরো মৌসুমের মতো ফলন দিতে সক্ষম। এ জাত ছড়িয়ে দিয়ে আউশ মৌসুমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় ও কৃষি সম্প্রসারণের পদস্থ কর্মকর্তারা।

ব্রি-গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো.সাইদী রহমান বলেন, 'আমরা গত মে মাসের ১ম সপ্তাহে আমাদের কার্যালয়ের গবেষণা মাঠে গোপালগঞ্জ ও আশপাশের জেলার জন্য উপযোগী বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত আউশের নতুন জাত ব্রি হাইব্রিড ধান ৭, ব্রি ধান ৪৮, ব্রি ধান ৮২ ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উদ্ভাবিত বিনাধান-১৯ এর মাঠ ট্রায়েল দেই। গত শনিবার গবেষণা মাঠ থেকে পাকা ধান কেটে পরিমাপ করে দেখা গেছে ২০২০ সালে উদ্ভাবিত আউশের একমাত্র হাইব্রিড ধান ব্রি হাইব্রিড ধান ৭ প্রতি হেক্টরে ৭.৩৮ টন, ব্রি ধান ৪৮ হেক্টর প্রতি ৬.১৬ টন, ব্রি ধান ৮২ হেক্টরে ৫.৬৬ টন ও বিনাধান ১৯ হেক্টরে ৫.১২ টন ফলন দিয়েছে। প্রতিটি জাতই উদ্ভাবকদের প্রত্যাশার চেয়ে অন্তত ৫শ' কেজি থেকে দেড় টন পর্যন্ত বেশি ফলন দিয়েছে।

বন্যার পানি সচরাচর আসে না, এমন মাঝারি উঁচু ও মাঝারি নিচু জমিতে এ ধানের চাষ করা যায়। এছাড়া এ জাতের ধানে সেচ খরচ কম লাগে। এ ধানে রোগ বালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমন কম হয়। তাই বাম্পার ফলন পেয়ে কৃষক লাভবান হবেন। খরা সহিষ্ণু এ ধান ১শ' থেকে ১১০ দিনের মধ্যে কাটা যায়। ধান হেলে পড়ে না। ধানের আকৃতি সরু, লম্বা ও ভাত ঝরঝরে। তাই বাজারে একটু বেশি দামে কৃষক এ ধান বিক্রি করে বাড়তি টাকা পাবেন।'

গোপালগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণের ডি.ডি ড. অরবিন্দ কুমার রায় বলেন, 'বোরো ধান কাটার পর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে নতুন ৪ জাতের আউশ ধান আবাদ করা যায়। আউশের পর আগস্টে আমন ধান করা যায়। এক জমিতে কৃষক ৩ বার ধান ফলাতে পারেন। উচ্চ ফলনশীল আউশের আবাদ সম্প্রসারণ করে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।'

ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ড. মোঃ খায়রুল আলম ভূঁইয়া বলেন, 'সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আউশ আবাদ সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আউশ মৌসুমের এ ৪টি জাতের আবাদ সম্প্রসারণ করে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থাপনা করলে প্রতি হেক্টরে বোরো মৌসুমের মতো ফলন পাওয়া যাবে। সঠিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে ব্রি হাইব্রিড ধান ৭ ও ব্রিধান ৪৮ এর ফলন বোরো মৌসুমের মতোই পাওয়া সম্ভব। আউশ মৌসুমে জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৯ থেকে ১০ ভাগ ধান উৎপাদিত হয়। এসব জাত সম্প্রসারণ করলে আউশ মৌসুমে ধানের জাতীয় উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। এতে করে খাদ্য নিরাপত্তা ও এসডিজি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।